ঝিনাইদহে সাংবাদিকের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, মামলা নিতে অস্বীকৃতি

ঝিনাইদহে দৈনিক রুপালি বাংলাদেশ পত্রিকার সাংবাদিক বাহারুল ইসলামের ওপর সন্ত্রাসী হামলার অভিযোগ উঠেছে। হামলায় সাংবাদিক আহত হলেও থানায় মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে সদর থানার ওসি। এতে ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় সাংবাদিক মহল।

সাংবাদিক বাহারুল ইসলাম জানান, শুক্রবার সন্ধ্যায় নিজ বাসা থেকে ঝিনাইদহ শহরের উদ্দেশ্যে মোটরসাইকেলে করে রওনা করি।

পথিমধ্যে গোয়ালপাড়া বাজারের কাঁচামাল বিক্রির আড়তের সামনে এসে পৌঁছালে স্থানীয় বিএনপি নেতা খেলাফতের ভাগ্নে রবিউল মোটরসাইকেলের গতিরোধ করে। সে সময় চারিপাশ থেকে আরো ১০ থেকে ১৫ জন ব্যক্তি এসে ঘিরে ধরে। তখন রবিউল আমার জামার কলার ধরে টান দিলে আমি গাড়ি থেকে রাস্তার উপর পড়ে যায়। সে সময় তারা সবাই আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গলা চেপে ধরে বেধড়ক মারপিট করতে থাকে। পরে স্থানীয়রা ছুটে আসলে তারা পালিয়ে যায়। পরে সে স্থানীদের সহায়তায় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়।

আহত সাংবাদিক ওই রাতেই অভিযোগ নিয়ে থানায় গেলে ওসি প্রথমে কালক্ষেপণ করেন, পরে সরাসরি মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানান। এবং এক অফিসার কে এ বিষয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি নেওয়ার নির্দেশ দেন।

এ ঘটনায় ঝিনাইদহের বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠন তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার এবং মামলা না নেওয়ায় পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানান।

১৫ আসামির ৯ জন খালাস, ৬ জনের জেল-জরিমানা

মেহেরপুরের বহুল আলোচিত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের একটি মামলায় (পর্ণগ্রাফি) ৬ আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও জরিমানা দিয়েছে আদালত। আজ রোববার দুপুর ২টার দিকে মেহেরপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নাসির উদ্দিন ফরাজী এ রায় প্রদান করেন।

রায়ে নাজনিন খান প্রিয়া, হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন এবং সহযোগী শাহজাহানকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া নেহাল ও জয়কে ছয় বছরের কারাদণ্ড ও সমপরিমাণ অর্থদণ্ড দেয়া হয়। তবে আসামি জয় এখনও পলাতক রয়েছেন।

মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে চার্জশিটভুক্ত অন্য আসামিদের অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের বেকসুর খালাস দেন। খালাসপ্রাপ্তরা হলেন, ছন্দা খাতুন, আবু আক্তার করণ, তুহিন অরন্য, রেক্সনা, নিলুফার ইয়াসমিন রুপা, বর্ষা খাতুন, নুসরাত, সুমন রহমান বিমান, বিপাশা খাতুন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট সাইদুর রাজ্জাক রায়ের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, “সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই বিজ্ঞ বিচারক দোষীদের শাস্তি দিয়েছেন। রায়টি দৃষ্টান্তমূলক হয়েছে। এতে রাষ্ট্রপক্ষ সন্তুষ্ট। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, অপরাধ করলে কেউ ছাড় পায় না। মেহেরপুরের মানুষ ন্যায় বিচার পেয়েছে।”

মামলার বিবরণে জানা গেছে, গত বছরের ২২ নভেম্বর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের এনজিও কর্মী মনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় এ মামলা দায়ের করেন (মামলা নং-৩২)। মামলায় মূল আসামি করা হয় নাজনীন খান ওরফে প্রিয়া খানকে। তাকে গ্রেপ্তারের পর আদালতের অনুমতি নিয়ে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বেরিয়ে আসে একটি সংঘবদ্ধ প্রতারণা ও ব্ল্যাকমেইল চক্রের চিত্র।

তদন্তে জানা যায়, প্রিয়া খান ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে হোটেল আটলান্টিকায় নিয়ে যেতেন।

সেখানে গোপনে অনৈতিক সম্পর্কের ভিডিও ধারণ করে পরে তা প্রকাশের ভয় দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করা হতো। এ ঘটনায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুনসহ একাধিকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলায় ১৭ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছিলেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। ১৭ জনের মধ্যে আসামি মিজানুর রহমান জনি ও আব্দুস সালাম মামলা চলাকালীন সময়ে মারা যান।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় একজনের জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার অপরাধে মোঃ আব্দুল লতিফকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ৩০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২০ সালের ২৮ জুলাই বিকেলে মেহেরপুর সদর থানার এস.আই অর্জুন কুমার সরকার বুড়িপোতা তিনরাস্তার মোড়ে পুলিশের বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছিলেন। এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তিনি জানতে পারেন যে বুড়িপোতা উত্তরপাড়ার জামাত আলীর বাড়ির সামনে এক ব্যক্তি অবৈধ মাদকদ্রব্য বিক্রির জন্য অবস্থান করছে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ওই ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করলে এস.আই অর্জুন কুমার সরকার তাকে আটক করেন। পরবর্তীতে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে আসামি নিজের নাম মো. আব্দুল লতিফ বলে পরিচয় দেন এবং তার কাছে মাদক থাকার কথা স্বীকার করেন। তল্লাশির একপর্যায়ে আসামি তার গেঞ্জির বুকপকেট থেকে একটি সাদা পলিথিনে মোড়ানো হেরোইন বের করে দেন।

এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় এফআইআর নং-১৯/১৪৭, তারিখ ২৮ মে ২০২০

অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় একজনের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার অপরাধে মো. টবলু হোসেনকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

সাজাপ্রাপ্ত আসামি গাংনী উপজেলার কাজিপুর (খন্দকারপাড়া) গ্রামের মাদক ব্যবসায়ী মো. টবলু হোসেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালের ১৬ জুলাই রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই মো. আবুল কালাম আজাদ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গাংনী উপজেলার গোলামবাজার এলাকায় অভিযান চালান। এ সময় আসামি টবলুকে তার বাড়ির সামনে থেকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তার শরীর তল্লাশি করে হাফপ্যান্টের বাম পকেট থেকে ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

আদালত সূত্রে আরও জানা গেছে, টবলুর বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ২০১৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৮(গ) ধারায় মামলা, ২০১৪ সালের ২ ডিসেম্বর বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা ও ২০১০ সালের ২২ এপ্রিল দণ্ডবিধির ৩২৬/১৪৩/৩২৩/৩০৭ ধারায় মামলা।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন। রায় ঘোষনার পরে আসামীদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

সারজিসের বিরুদ্ধে আদালতে মানহানি মামলার আবেদন

গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যায় বিএনপিকে জড়িয়ে অপপ্রচার করার অভিযোগ এনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলে মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমের বিরুদ্ধে গাজীপুর কোর্টে মামলার আবেদন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে গাজীপুর মেট্রোপলিটন অতিরিক্ত চিফ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ২- এর বিচারক আলমগীর আল মামুনের বেঞ্চে মামলাটির আবেদন করা হয়।

মামলার বাদী গাজীপুর মহানগর বাসন থানা বিএনপি সভাপতি তানভীর সিরাজ।

তানভীর সিরাজ বলেন, অপরাধী চক্রের ভিডিও ধারণ করায় সাংবাদিক তুহিনকে নির্মমভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এসিপির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম না জেনেই ফেসবুকে এ ঘটনায় বিএনপিকে জড়িয়ে নানা অপপ্রচার চালিয়েছে, যা দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। এরই মধ্যে জিএমপি কমিশনার এ হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্য উদঘাটন করেছেন। যেখানে রাজনৈতিক কোনো সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন তিনি। তাই দলের নির্দেশনা অনুযায়ী আমি বাদী হয়ে মামলা করতে আসলাম।

মামলার আইনজীবী এড.সিদ্দিকুর রহমান জানান, বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি আমলে নিয়েছেন এবং সিআইডিকে তদন্তের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

দামুড়হুদায় বিএনপি কর্মীকে কুপিয়ে জখম, থানায় মামলা

দামুড়হুদা উপজেলার তারিনীপুর গ্রামে রাতের আঁধারে বিএনপি কর্মী সাজিদুল ইসলাম নামের একজনকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করেছে একদল সন্ত্রাসী। আহত সাজেদুল ইসলাম (৪৫) তারিনীপুর গ্রামের মৃত মোলাম মালিথার ছেলে।

গত মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ১০টার দিকে কাঠালতলা নিউ শেখ ইটভাটার অফিসে এ ঘটনা ঘটে। আহত সাজিদুল ইসলামের ভাতিজা তুতা মিয়া বাদি হয়ে ৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১০/১২ জনের নামে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার তারিনীপুর গ্রামের মৃত মোলাম মালিথার ছেলে সাজিদুল ইসলাম বাড়ি যাওয়ার সময় ইট ভাটার নিকট পৌয়াছালে পূর্বে থেকে ওত পেতে থাকা একই গ্রামের রশিদুল ইসলাম (৩৫), আনিছুর রহমান (৩০), আশিক (২৫) সহ অজ্ঞাতনামা ১০-১২ জন মিলে পরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র হাসুয়া ও লাঠি বাঠাম দিয়ে এলোপাতাড়ি ভাবে কুপাতে ও মারতে থাকে। এ সময় সাজিদুল ইসলাম রক্তাক্ত জখম অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তার কাছে থাকা ২২ হাজার ২ শত টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে তার ডাক চিৎকারে স্থানীয় এলাকাবাসী এসে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হামলাকারীরা একসময় আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। এখন জামায়াতে ইসলামীর নাম ব্যবহার করে এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে। তারা বলেন, এসব সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।

এদিকে ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলে, সেখানে সাংবাদিকের ওপর হামলা চালায় হামলাকারী দলের মহিলা সদস্যরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর অবস্থান না নিলে এমন হামলা আরো বাড়বে। এ ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ুন কবির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন মারামারির ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পাওয়া

গেছে। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।

গাংনীতে গণছিনতাই ও পৃথক মামলায় গ্রেফতার-৮

মেহেরপুরের গাংনী-ধানখোলা সড়কে গণছিনতাইয়ের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় সন্দেহভাজন ৫ জন এবং অপর একটি ছিনতাই মামলায় যৌথবাহিনীর অভিযানে আরও ৩ জনসহ মোট ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে এবং গাংনী থানা পুলিশের একাধিক টিম পৃথক পৃথক অভিযান চালিয়ে এই আটজনকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন—গাংনী উপজেলার মাঠপাড়া এলাকার কামরুজ্জামান শিহাব, সাকিব হোসেন, মুরছালিন, সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের মিকাইল হোসেন এবং জাহিদ হোসেন। অপরদিকে গাংনীর তেরাইল গ্রাম থেকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন যৌথবাহিনীর অভিযানে গ্রেফতার হন রুবেল হোসেন, ফিরোজ হোসেন এবং সোহাগ হোসেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, গ্রেফতারকৃতরা সকলেই গাংনী-ধানখোলা সড়কের গণছিনতাই এবং পৃথক আরেকটি ছিনতাই মামলার সন্দেহভাজন আসামি। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯ টার সময় গাংনী-ধানখোলা রাস্তায় গণছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে, ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে তিন মাদক মামলায় চার আসামির কারাদণ্ড

মেহেরপুরে পৃথক তিনটি মাদক মামলায় চার আসামিকে সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলা সূত্রে জানা গেছে, জি.আর-১২৫/১৯ (মেহেরপুর) মামলায় আসামি মোঃ আল আমিন এর বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) টেবিলের ১০(ক)/৪১ ধারায় আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

অপরদিকে, জি.আর-১৮৫/২০ (মেহেরপুর) মামলায় আসামি মোঃ মিন্টু মিয়ার বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) টেবিলের ১৪(ক) ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। পুলিশের অভিযানে তার দোকান সংলগ্ন এলাকা থেকে মাটির নিচে পুঁতে রাখা ৪ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়।

তৃতীয় মামলায়, জি.আর-৭/১৯ (মুজিবনগর) এর রায়ে দুই আসামি মোঃ জয়নাল মন্ডল ও মোঃ বিপ্লব আলী-র বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন এর ৩৬(১) টেবিলের ১০(ক) ধারায় অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় প্রত্যেককে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন আদালত। মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৯ সালে মোনাখালী এলাকায় পুলিশের অভিযানে তিনজনকে আটক করে মোট ১৮ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। মামলার অপর আসামি মোঃ আলফাজ আহমেদ সাগরের বিচার চলমান রয়েছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় ২ আসামির কারাদণ্ড

মেহেরপুরে মাদক মামলায় মোঃ আলফাজকে ১ বছর ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং একই মামলার অপর পলাতক আসামি মোঃ ইমরানকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত।

আজ সোমবার (২৮ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুরের গাংনী থানার এসআই মোঃ মোস্তফা শওকত জামান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ বিশেষ মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, কাজিপুর ইউনিয়নের আলমবাজার বাগানপাড়ার মোঃ রিফাজের বাড়িতে দুই ব্যক্তি অবৈধ মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে।

পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে অভিযান চালিয়ে ওই বাড়ি থেকে মোঃ আলফাজ ও মোঃ ইমরানকে হাতেনাতে আটক করে। তাদের দেহ তল্লাশিতে আলফাজের কোমর থেকে ৫ পুরিয়া হেরোইন এবং ইমরানের কোমর থেকেও ৫ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে মোঃ আলফাজ ও মোঃ ইমরানের বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরের আলোচিত ছুরিকাঘাত মামলার প্রধান আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের আলোচিত ছুরিকাঘাত মামলার প্রধান আসামি মিয়ারুল ইসলামকে (২৪) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, গত ২৩ জুলাই রাত আনুমানিক ১১টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের প্রধান গেটসংলগ্ন সড়কে পারিবারিক পূর্ব শত্রুতার জেরে মিয়ারুল ইসলাম ভিকটিম হাসিবুর রহমান সাগরকে লক্ষ্য করে গলায়, বুকে ও হাতে ধারালো ছুরি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে। এতে ভিকটিম রক্তাক্ত জখম হয়ে গুরুতর আহত হন।

ঘটনার তিন দিন পর, গত ২৬ জুলাই সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

মামলার প্রেক্ষিতে ২৭ জুলাই মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ প্রধান আসামি মিয়ারুল ইসলামকে গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করে।

এ বিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে তদন্ত করে দ্রুতই অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।